দৈনিক সংবাদ
দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 17 JUL 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ভূমিহীনদের জন্য হাতেখড়ি স্কুল

।। আবদাল আহমদ ।।

প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার আগে স্কুল ছেড়ে দেয়। এই অনুপাত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বেশি। প্রায় ৫০ শতাংশ। স্কুল প্রতি মাত্র ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে।

স্কুল ত্যাগের দিক থেকে মেয়েদের হার বেশি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে ১০০ ছাত্রী ভর্তি হয় তাদের মাত্র ১০ জন বালিকা দশম শ্রেণীতে পৌঁছে। এ তথ্য-গুলো পাওয়া গেছে সম্প্রতি কয়েকটি জরিপ থেকে।

আরেকটি জরিপে দেখা যায় যেখানে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৯ দশমিক ৭ জন বালক স্কুল ত্যাগ করেছে সেখানে বালিকাদের সংখ্যা ২২ দশমিক ৮ জন। বালিকারা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী থেকে প্রধানতঃ স্কুল ত্যাগ করে। স্কুলের দূরত্ব, সামাজিক রক্ষণ-শীলতা, বাল্যবিবাহ, রোগ অপুষ্টি এবং স্কুলের পরিবেশ ও মান ছেলেমেয়েদের স্কুল ত্যাগের কারণ।

বাংলাদেশে গ্রাম এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যখন এ করুণ চিত্র তখন, গ্রামে ক্ষুদে ক্ষুদে স্কুল চালু হচ্ছে। গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষেরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করছে এই ক্ষুদে স্কুল। অনেক জায়-গায় এসব স্কুলের সুন্দর নাম ও হয়ে গেছে : যেমন—হাতে খড়ি স্কুল, প্রস্তুতি স্কুল, মৌলিক বিদ্যালয় ইত্যাদি। কোন কোন জায়গায় স্কুল বসে সকালে, কোন জায়গায় বিকেলে। গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের সন্তান-রাই এই ক্ষুদে স্কুলের শিক্ষার্থী।

গ্রাম এলাকায় এ ধরনের ক্ষুদে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গ্রামের মানুষদের উৎসাহ জোগাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের ভাষায় এই স্কুলগুলোর নাম 'কেন্দ্র-স্কুল'। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরাই এ স্কুলগুলো গড়ে তুলছেন। গ্রাম এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রত্যেক শাখার আওতাধীন সদস্য সদস্যা-দের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক কেন্দ্রেই একটি করে স্কুল চালু হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের উৎ-সাহে ব্যাংকের চট্টগ্রাম, টাংগাইল রংপুর, ঢাকা, পটুয়াখালী, সিরাজগঞ্জ ও সিলেট জোনের প্রায় সাড়ে ৪শ' শাখার অধীনে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন মানুষ সেপ্টেম্বর '৮৮ পর্যন্ত ৭ হাজার ৫৪৭ টি কেন্দ্র-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এক লাখ ৩৫ হাজার। এর মধ্যে ছাত্রীরাই সংখ্যায় বেশি। প্রায় ৯৭ হাজার।

গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষ বুঝতে পেরেছেন উত্তরা-ধিকারসূত্রে পাওয়া দারিদ্র থেকে মুক্তি পাবার পথ হল : ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষিত করে তোলা। তাই তারা দলবদ্ধ হচ্ছেন। তারা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ছোট খাট আয়ের পথ বের করছেন। অন্যদিকে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কথাও চিন্তা করে ক্ষুদে স্কুল গড়ে তুলছেন। এ ব্যাপারে ব্যাংকের কর্মীরা তাদের সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রত্যেক কেন্দ্রের সদস্য-সদস্যারা তাদের এলাকায় সকলে মিলে প্রথমে একটি কেন্দ্র-ঘর প্রতিষ্ঠা করে। প্রয়োজনে তারা ব্যাংকের গ্রুপ ফাণ্ড থেকে ঋণ নিয়ে জমি কিনে ঘর তুলে এই কেন্দ্র-ঘরে বসেই গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন মানুষেরা তাদের উন্নতির পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। কোন সমস্যা হলে এ ঘরে বসেই তারা তার সমাধান করেন। এই ঘরে বসেই সদস্যরা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পরি-শোধের কিস্তি জমা দেন তাদের সাপ্তাহিক সভায়। এই কেন্দ্র-ঘরগুলোতেই বসছে স্কুল। প্রতিদিন স্কুল বসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে। এই স্কুলের যাবতীয় খরচ গ্রামের সকল দরিদ্র মানুষরাই বহন করছেন।

অনেক দরিদ্র মা-বাবা তাদের ছেলে-মেয়েদের কেন্দ্র স্কুলের লেখাপড়ার খরচ চালা-নোর জন্য এক জোড়া হাঁস বা মোরগ কিনে দেন। ছেলে-মেয়েরা হাঁস-মুরগীর ডিম অথবা বাচ্চা বিক্রি করে তার আয় দিয়ে পড়ার খরচ চালায়। অনেকে আবার শাক সবজি আবাদ করে পড়ার খরচ চালায়।

কেন্দ্র স্কুলগুলোতে গ্রামের দরিদ্র মানুষের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে দু'ঘন্টা অক্ষরজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান লাভ করে। তারা মজার মজার ছড়া, কবিতা, মুখস্থ করে। শিশুরা ছবি দেখে আনন্দ পায়, পড়ার ফাকে ফাকে তাদের খেলাধুলা ও পিটি প্যারেড, ব্যায়াম করানো হয়। কোন স্কুলে সমবেত গান করানো হয়, সুন্দর সুন্দর স্লোগান শেখানো হয়। ফলে শিশুরা পড়াশোনার প্রতি ঝুকছে, আনন্দ পাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক ছেলেমেয়েদের 'আমার বই' ও 'এসো গণিত শিখি' নামে দুটি বই দিয়েছে। বই পেয়ে শিশুরা খুব আনন্দিত। দেশের বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় এই স্কুল চালুর ফলে এখন অনেক ছেলেমেয়ের স্কুল-ভীতি কেটে গেছে। এদের অনেকে এখন গ্রামীণ ব্যাংকের কেন্দ্র স্কুলের প্রস্তুতিমূলক পড়া-শেষে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। এবং সেখানে অন্য ছেলেমেয়েদের সংগে পড়াশোনা করছে। গ্রাম এলাকায় প্রাইমারী স্কুলগুলোতে এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। এই কর্মসূচীর ফলে এখন সংশ্লিষ্ট এলাকা-সমূহে স্কুলত্যাগীদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমছে।

ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ে এ ধরনের একটি বিদ্যালয় সম্প্রতি স্থাপিত হয় আষায়ীর চর গ্রামে। আষায়ীর চরে গ্রামীণ ব্যাংক সোনারগাঁও উপজেলার ১০ নম্বর কেন্দ্রে চালু করেছে একটি স্কুল। আষায়ীর চরের ছোট কুড়ে ঘরে বসেছে স্কুল। বাড়ির মধ্যেই স্কুল। চারদিকে বউ-ঝিরা কাজকর্মে ব্যস্ত। কেউ রান্না করছে, কেউ ধান ভানছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে ভাংগা ঘরের বেড়া বাধতে। এরই মধ্যে ধা ধা দুপুরে একদল শিশু কুড়ে ঘরে মাদুরে বসে মুখ দিয়ে যেন বৈ ফোটাচ্ছে—"আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ" কিংবা দুই এক-এ দুই, দুই দুই-এ চার, দুই তিন-এ ছয় ইত্যাদি।

এই কেন্দ্র স্কুলগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রামীণ ব্যাং-কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, স্কুলগুলোর মূল লক্ষ্য ছেলে-মেয়েদের স্কুল ভীতি দূর করে তাদের স্কুলে যাবার অভ্যাস গড়ে তোলা। শিশু সন্তানদের লেখাপড়ার পূর্বপ্রস্তুতিতে এই স্কুল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডঃ ইউনুস বলেন, গরীব মানুষের ভবিষ্যত তাদের সন্তান-রাই। এসব ছেলেমেয়ে ফেলনা নয়। এদেরও ভেতর অফুরন্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে। কিন্তু সুযোগের অভাবে এরা ফোটে না। তিনি বলেন, এসব দরিদ্র ছেলেমেয়েদের অনুভব করতে হবে এরাও অন্য যে কোন ছেলে মেয়ের সমান। অন্যের বাড়িতে থালা বাসন পরিষ্কার এবং রাখাল হওয়ার পরিস্থিতি যাতে পরিবর্তন হয়, যাতে এরা নিজের পায়ে নিজেরা দাড়াতে পারে এজন্য ওদের লেখাপড়া দরকার। লেখাপড়া শিখলেই ওরা নিজেদের শক্তির সংগে নিজেদের সম্ভাবনার সংগে পরি-চিত হবে। (প্যানোপিআইবি ফিচার)।